দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

026

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শিক্ষার সাথে জড়িত। একটি জাতির উন্নতির শিখরে উঠার মূল মন্ত্রই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা সত্যিকার মহৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে তাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষায় জীবন যাপনের সব রকমের ব্যবস্থা থাকবে। কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের শিক্ষাই শিক্ষা নয়। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, সামজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। মানসিক উৎকর্ষতার জন্য চাই শিক্ষা। মনুষ্যত্ববোধকে বিকশিত না করলে তার পশুত্বই প্রবল হবে এবং জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করা সম্ভব হবে না। শিক্ষাগতযোগ্যতা মানুষ জন্মগত সূত্রে অর্জন করে না। অনেক প্রতিকূল অবস্থা, কষ্ট-ক্লেশ ও বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি জীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। আর ব্যক্তি জীবনের উন্নতি না হলে সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় উন্নতিও সম্ভব নয়। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া কর্তব্য। যে শিক্ষা মানুষকে সৎভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে শেখায়, স্বার্থ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে, মানবতার কল্যাণে এবং আত্মত্যাগে অনুপ্রেরণা যোগায় সেই শিক্ষাই সবার জন্য কাম্য। শিক্ষাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে পারে। সমাজে যোগ্য এবং প্রকৃত মানুষ হিসেবে বসবাস করতে হলে প্রকৃত শিক্ষার দারস্থ হতেই হবে। কল্যাণকর শিক্ষাই সবার কাম্য। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি তার অর্জিত শিক্ষার দ্বারা সমাজে উন্নতি করে থাকে। কিন্তু অনেকাংশে একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি তা পারে না। আবার একজন নিরক্ষর মানুষ যদি মানুষের, সমাজের তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ করে তবে তাকে একজন অসৎ শিক্ষিত লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তুলনা করা যায়। কারণ প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। চরিত্রই মানুষের অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা লাভের পর অপরাধ জগতে পা বাড়ালে সেই শিক্ষা মূল্যহীন। অনেকে শিক্ষা-লাভের পর ও যৌতুকের জন্য নিজ স্ত্রীকে জবাই বা হত্যা করছে এবং দুর্নীতির পথে পা বাড়ানো ছাড়াও বিভিন্ন অপরাধ করছে অহরহ। এদের শিক্ষিত বললে শিক্ষার অমর্যাদা হবে। এরা দেশ ও জাতির শত্রু। তাই জীবনকে স্বার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য দরকার প্রকৃত শিক্ষার। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এর প্রয়োজন জীবনের সব ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার প্রয়োজনের কথা কখনো বলে শেষ করা যায় না। তাই জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। মানবতাবোধ, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা, দুস্থ মানুষের সেবা, উন্নয়নমূলক কর্মকণ্ড ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। তাই আমাদের সবাইকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারস্ত হতেই হবে।

—আফরোজা ইসলাম (তন্দ্রা)